রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।

১৩/০৮/২০২৪খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

অদ্য ১৩/০৮/২০২৪ খ্রি. তারিখ সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় আমিরুদ্দিন গ্যালারীতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ডাঃ মু. হাবিবুল্লাহ সরকার।

সভায় সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ঃ (নামের তালিকা সংযুক্ত)

সভার শুরুতে কোটা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরনে ০১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অতঃপর মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত করান, ডাঃ শেখ মোঃ আবু হেনা মোস্তফা আলীম, সহযোগী অধ্যাপক, সাইকিয়াট্রি, রামেক। সভায় এর পর অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক উত্থাপিত দাবী সমূহ পাঠ করেন, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ডাঃ মু. হাবিবুল্লাহ সরকার।

মতবিনিময় ঃ

সভায় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

ডাঃ মোসাঃ ঈষিতা খানম, প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।
তিনি ছাত্রীদের চেয়ে ছাত্ররা দেরীতে ক্লাশে আসে বলে জানান। হোষ্টেলের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হোষ্টেলে বিভিন্ন ভাবে র‍্যাগিং বা ছাত্র-ছাত্রী হয়রানী হয়ে থাকে। যেটি প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। বোনস ও বই চুরি রোধে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। এছাড়াও তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহবান জানান।

ডাঃ ফাতেমা বেগম, প্রভাষক, ডেন্টাল ইউনিট, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।
তিনি জানান, ডেন্টাল ইউনিটে ক্লাশরুম এবং ছাত্র-ছাত্রী বসার সিট ও অনেক জিনিষ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

ডাঃ মোঃ হাসান জামিল হেদায়েতুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক পেডিয়াট্রিক ট্রমাটোলজী, রামেক।
তিনি বলেন, আজকে আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের মধ্যে ভয়ভীতি কাজ করতো। আমাদের মত প্রকাশ করা হলে আয়না ঘরে নিক্ষেপ করা হতো। এখন আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে।

ডাঃ নাজিয়া নুসরাত রিয়া, সহকারী অধ্যাপক, ফিজিওলজী, রামেক।
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে আমরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারিনা। বিশেষতঃ হোষ্টেল সীট বরাদ্দ এবং অন্যান্য কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি থাকা উচিত নয়।

ডাঃ ফারহানা ইয়াসমীন, সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন, রামেক।
হোষ্টেলে সীট বরাদ্দ দিলেও, তারা ইচ্ছামত আবার পরিবর্তন করে থাকে। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া। এছাড়াও তিনি হোষ্টেলে পরিচ্ছন্নতার অভাবের কথা তুলে ধরেন।

ডাঃ এম. মুর্শেদ জামান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, হেমাটোলজী, রামেক।
আমাদের জেনারেশনকে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আজিজুল হক আজাদ, অধ্যাপক, মেডিসিন, রামেক।
ছাত্র রাজনীতি ছাত্ররাই চায়না। রাজনীতি করা ছাত্ররা বিভিন্ন অত্যাচার করে থাকে। সেই কারণে ছাত্ররা রাজনীতি চায় না।

ডাঃ আফরোজা নাজনীন, সহযোগী অধ্যাপক, বার্ণ এন্ড প্লাষ্টিক সার্জারী, রামেক।
ছাত্র রাজনীতি থাকবেনা।

ডাঃ শেখ মোঃ আবু হেনা মোস্তফা আলীম, সহযোগী অধ্যাপক, সাইকিয়াট্রি, রামেক।
অনেকে মনের বিরুদ্ধে পথ চলতে বাধ্য হয়েছে। ছাত্ররা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিবে। আর শিক্ষকরা শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিবেন।

ডাঃ মুহম্মদ মাহমুদুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ইএনটি, রামেক।
ছাত্র রাজনীতি আদৌ বন্ধ করা যাবে কিনা তা, চিন্তা করতে হবে।

ডাঃ আশরাফুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী, রামেক।
স্বাধীন মতামত প্রদানের জন্য ছাত্র রাজনীতি থাকা প্রয়োজন আছে।

ডাঃ মোহাঃ আখতারুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন, রামেক।
আজকে আমরা সকলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছি, সেটা সম্ভব হয়েছে কোটা বৈষম্য আন্দোলন সফল হওয়ায়। স্বল্প সময়ের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখা যেতে পারে।

CamScanner

ডাঃ মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, সহযোগী অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন, রামেক।
লেজুর ভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখা যেতে পারে। আমাদের দেশে ছাত্র গণজাগরন ছাড়া কোন অর্জন অর্জিত হয় নাই। ছাত্র সংসদ থাকবে। মতামতের প্রেক্ষিতে অরাজনৈতিক প্লাট ফর্ম থাকা দরকার।

ডাঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী, রামেক।
ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হওয়ায় আমরা স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারছি। ছাত্রদের সুযোগ সুবিধার বিষয়ে ছাত্রদের সাথে মতবিনিমত করতে হবে।

ডাঃ মোঃ মনোয়ার তারিক, সহকারী অধ্যাপক, স্পাইন সার্জারী, রামেক।
দেশ রাজনীতি মুক্ত হওয়ায়, এখনই সময় এই প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর ভাবে সাজানোর। কলেজ খোলার আগে সীট বরাদ্দ দিতে হবে। আমাদের নিজেদের স্বার্থে একতাবদ্ধ হতে হবে।

ডাঃ মোঃ হাবিবুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, ডেন্টাল ইউনিট, রামেক।

ডেন্টাল ছাত্র-ছাত্রীদের সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যাপক ডাঃ সাবিহা ইয়াসমীন, অধ্যাপক, ফার্মাকোলজী, রামেক।
ছাত্র-ছাত্রীদের সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে সকল শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যাপক ডাঃ খাদিজা খানম, অধ্যাপক, প্যাথলজী, রামেক।
ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা যাঁচাই করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করতে অনুপ্রেরনা দিতে হবে।

এছাড়াও আরও অনেকে বক্তব্য প্রদান করেন।

পরিশেষে উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ডাঃ মু. হাবিবুল্লাহ সরকার উপস্থিত সকল শিক্ষকবৃন্দের মতামতের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) ছাত্র-ছাত্রীর মতামতের ভিত্তিতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
(২) ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য কার্যকরী হোষ্টেল কমিটি গঠণ করা হবে।
(৩) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার স্বার্থে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।
(৪) ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক উত্থাপিত দাবী সমূহের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য দাবী সমূহ অচিরেই বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।
(৫) উপরোক্ত বিষয়াবলী অদ্য ১৩/০৮/২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে বলবৎ যোগ্য।

সভাশেষে উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ডাঃ মু. হাবিবুল্লাহ সরকার উপস্থিত সম্মানিত সকল শিক্ষকবৃন্দের সার্বিক সহযোগীতা কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৬/৮/২৪
অধ্যক্ষ
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।

স্মারক নং-৫৯.১৪.০০০০.১২৮.৯৯.০০১.২৪- 2969 **তারিখ ঃ** ১৬/০৮/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হলো (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

১) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃআঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)
২) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর,মহাখালী, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
৪) বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী।
৫) পুলিশ কমিশনার, আরএমপি, রাজশাহী।
৬) পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
৭) উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।
৮) বিভাগীয় প্রধান,..... বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।
৯) অধ্যাপক ডাঃ,..... বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।
১০) কোর্স কো-অর্ডিনেটর, ফেজ-১,২,৩ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।
১১) ডাঃ..... .....বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।

১২) ----------
১৩) অফিস নথি।

১৬/৮/২৪
অধ্যক্ষ
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।

CamScanner